দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .. NOV 13 2006 ..
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা - ১২০৭।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

শ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিমক) কর্তৃক ০৩/১০/২০০৬ তারিখে দৈনিক দি ডেইলী স্টার এবং ০৫/১০/২০০৬ তারিখের দৈনিক থম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এর সূত্র ধরে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, এফিলিয়েটেড স্টার, বাড়ী - ৫৭, রোড - ৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৯ কর্তৃক দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ১৮/১০/০৬ তারিখে প্রকাশিত "বিশেষ জ্ঞপ্তি" বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অভিমত হচ্ছে দেশের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণ প্রত্যাশা করেন যে তাদের সন্তান-সন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা অর্জন করবেন এবং এর স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষা গ্রহণ শেষে গ্রহণযোগ্য বৈধ র্টিফিকেট প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু আইন ও বিধিসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বৈধ কোন সার্টিফিকেটই ইস্যু রা সম্ভব নয়। সে কারণেই সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে স্থাপিত হয়নি - এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও সার্টিফিকেট ইস্যু ম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে শ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষ আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া উনিভার্সিটির এফিলিয়েটেড সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তাদের প্রতিষ্ঠানের বৈধতা র্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বা আলোচনা না করেই তাদের প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই"-এ বক্তব্য সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চেতন হয়ে উঠা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণকে পুনরায় বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা পুনরায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

"সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সনদপত্র অর্জন না করিয়া কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না কিংবা কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা কিংবা ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না"

সংশোধিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮ এর ধারা ২০ অনুযায়ী আইন অমান্যকারীদেরকে অনূর্ধ্ব তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থ জরিমানা করা কিংবা একত্রে উভয় দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে।

এ কথা সত্য যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারের নীতি নির্ধারক মহলে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার বিষয়ে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় কিনা কিংবা এর আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিদ্যমান বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের শর্তসমূহ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড সেন্টারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বর্তমানে প্রচলিত যে আইন আছে তার অধীনেই এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বৈধতা অর্জন করতে হবে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এ ধরণের একাধিক প্রতিষ্ঠান উক্ত আইনের আওতায় বৈধতা অর্জন করেছে এবং বর্তমানে দেশে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি এর এফিলিয়েটেড সেন্টার সহ এই ধরণের সকল প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে প্রচলিত সরকারী নিয়মানুযায়ী অনুমতি নেয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিধি বর্হিভূক্ত সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার মত কোন বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ না করার জন্য বলা হ'ল।

(মোঃ খালেদ)
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)